ঝিনাইদহে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক যুবক নিহত, আহত ১

ঝিনাইদহ শহরের ক্যাডেট কলেজের সামনে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তানভির হাসান (২৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা অপর আরোহী আকাশ হোসেন (২২) গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানভির হাসান ঝিনাইদহ শহরের কালিকাপুর এলাকার আবুল বাসারের ছেলে এবং আহত আকাশ হোসেন সদর উপজেলার ঘোড়শাল গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তানভির হাসান বন্ধু আকাশ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে ঝিনাইদহ শহর থেকে শৈলকুপার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ক্যাডেট কলেজের সামনে পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের গতিরোধক (স্পিড ব্রেকার)-এর সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে তারা মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তানভির হাসানের মৃত্যু হয়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা আকাশ হোসেন গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত আকাশ হোসেনকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং নিহতের মরদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে তার বাবা আবুল বাসার ভেঙে পড়েন। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “ছেলেটা বন্ধুর মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে ঘুরতে বেরিয়েছিল, আমার বুক খালি করে লাশ হয়ে ফিরল।”

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি একটি অনিবন্ধিত ১৬০ সিসির এনএস পালসার।

কোটচাঁদপুরে সাপ্তাহিক দিগন্তবাণী’র ১৬তম বর্ষে পাঠক সমাবেশ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে গতকাল সাপ্তাহিক দিগন্তবাণী পত্রিকার ১৬তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে এক পাঠক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ মহসীন আলী বলেন, সত্যের প্রশ্নে দিগন্তবাণী আপোষহীন। সাহসের সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই এই পত্রিকার মূল বৈশিষ্ট্য। “সত্যের সন্ধানে মানবকল্যাণে” এই স্লোগানকে ধারণ করে দিগন্তবাণী তার ১৬তম বর্ষে এগিয়ে চলেছে। এ কারণেই সত্যনিষ্ঠ ও সৎ মানুষরা এই পত্রিকাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন।

স্থানীয় কোটচাঁদপুর প্রেসক্লাব কার্যালয়ে দিগন্তবাণী সম্পাদক আলহাজ্ব মুহা. শাহ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ মহসীন আলী।

অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাউন্সিলর আব্দুল মাজেদ, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল ভৌমিক, কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মঈন উদ্দিন খান, জিটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আলতাফ হোসেন, পৌর কলেজের প্রভাষক মোফাজ্জেল হোসাইন, বারবাজার আলিম মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক আব্দুল খালেক, দিগন্তবাণী’র অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন, শিক্ষক মোঃ আফসার উদ্দিন, সাংবাদিক মোঃ রফিকুল ইসলাম, কামাল হাওলাদার, বিএম ওয়াদুদ, সিরাজুল ইসলাম মল্লিক, পাঠক মোঃ রুহুল আমিন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শাহরিয়ার অভিক, নাবিল আব্দুল্লাহ আহমাদ, ব্যবসায়ী মনোজ শর্মা, ফারুক হোসেন, মোঃ হোসাইন ও দেলোয়ার হোসেন সাঈদীসহ অন্যান্য পাঠক ও অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোঃ আবদুল

হালিম। তিনি পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনাও করেন। আনন্দঘন পরিবেশে দিগন্তবাণী পত্রিকার পাঠকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

কোটচাঁদপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় রুবেল হোসেনের (৩০) লাশ উদ্ধার করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। তিনি কোটচাঁদপুর উপজেলার বড়বামনদহ গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে। শনিবার সকালে পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রুবেল হোসেন দীর্ঘ ছয় মাস ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। চিকিৎসার পেছনে তিনি তার সঞ্চয়ের সবটুকু ব্যয় করেন। এরপরও অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়ায় শনিবার সকালে অসহ্য যন্ত্রণায় বাড়ির সবার অগোচরে নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি।

এ সময় তার পাশেই ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বাজতে থাকে। কল রিসিভ না হওয়ায় মোবাইলে বারবার কল আসছিল। কিছুক্ষণ পর তার ছেলে বিষয়টি টের পেয়ে ঘরে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পায়, তার পিতা আড়ার সঙ্গে ঝুলে আছেন। তখন সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তার ঝুলন্ত লাশ নামান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠায়।

রুবেল হোসেন পেশায় দিনমজুর ছিলেন। এর আগে তিনি কোটচাঁদপুরের একটি ক্লিনিকে কিছুদিন নাইট গার্ড হিসেবে কাজ করতেন। তবে অসুস্থতার কারণে ওই কাজটি বন্ধ করে দেন।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) খন্দকার এনায়েত হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ

উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

ঝিনাইদহ সড়কের পাশে যত্রতত্র বালুর ব্যবসা, বাড়ছে ফুসফুস জনিত রোগ

ঝিনাইদহে মহাসড়কের পাশে সরকারি জায়গায় যত্রতত্র গড়ে উঠেছে জমজমাট বালুর ব্যবসা, এমনকি পাড়া-মহল্লার মধ্যে অবস্থিত রাস্তার পাশের খালি জায়গায়ও চলছে এসব বালুর ব্যবসা।

শহরের মধ্যে ঘুরে দেখা যায়, ঝিনাইদহ শিশু একাডেমির প্রবেশ পথের ধারেই দীর্ঘদিন ধরে চলছে বালুর ব্যবসা, শহীদ মসিউর রহমান সড়কের পাশে অবস্থিত জবেদা খাতুন একাডেমির চারপাশ জুড়ে একাধিক ব্যবসায়ী বালু রেখে খুচরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এতে ওই এলাকায় সব সময় বায়ুদূষণ হচ্ছে, মাস্ক ছাড়া চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শহীদ মশিউর রহমান সড়েকের প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তার দুপাশেই সরকারি জায়গা দখল করে এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে কতিপয় ব্যবসায়ী, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম জানান, আমার বাড়ির প্রবেশের প্রধান রাস্তার পাশে সরকারি জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে বালুর ব্যবসা করছে, এতে করে শিশু,বৃদ্ধা সহ সকল বয়সের মানুষ এ্যাজমা, হাপানি, সহ ফুসফুস জনিত জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না।

ঝিনাইদহ শিশু একাডেমিতে পড়ুয়া এক ছাত্রের মা জানান, এই পথ দিয়ে আসা যাওয়ার সময় প্রতিবার আমার নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হয়। সাংবাদিক শাহিদুর রহমান জানান, যত্রতত্র বালুর ব্যবসার পাশাপাশি শহরের মধ্যে কয়েকশো ভবন নির্মাণের কাজ চলছে, এই ভবন নির্মাণকারীরা কেউ কোন নির্মাণ সামগ্রী ঢেকে রাখেনা, এতে করে শহরে ভয়ংকর বায়ুদূষণের সৃষ্টি হয়েছে, পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান করে নামমাত্র

জরিমানা করছে, সামান্য শাস্তি হওয়ায় তারা কিছু মনে করছে না, পরেরদিনই আবার তারা ব্যবসা চালু করছে, এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করতে হলে, বায়ুদূষণ নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ করে কঠিন শাস্তির আওয়ায় আনতে হবে।

এ ব্যাপারে জানার জন্য ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক মোঃ মুস্তাছির রহমানের নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান, আমরা ইতিমধ্যে ৫টি অভিযান পরিচালনা করেছি, কয়েকজন কে শাস্তির আওয়াত এনেছি, আমাদের অভিযান চলমান থাকবে।

‘বায়ুুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২’ অনুযায়ী বায়ুদূষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ড বা দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হবার বিধিমালা রয়েছে।

নির্মাণ কার্যক্রম থেকে দূষণ রোধে আইনে বলা হয়েছে, রাস্তা, ড্রেন, ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, পুননির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ছয়টি ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্মাণস্থলে যথাযথ অস্থায়ী ছাউনি বা বেষ্টনী স্থাপনসহ নির্মাণাধীন ভবন আচ্ছাদিত রাখতে হবে। সব ধরনের নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি, রড, সিমেন্ট, ইত্যাদি) আবৃত বা ঢেকে রাখতে হবে। নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা) পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরি আবৃত বা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা, ইত্যাদি পরিবহন ও নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরির চাকার কাদা-মাটি বা ময়লা-আবর্জনা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে রাস্তায় চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইত্যাদি) রাস্তায়, ফুটপাতে বা যত্রতত্র ফেলে রাখা যাবে না এবং নির্মাণকাজে সৃষ্ট বর্জ্য খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ বা পোড়ানো যাবে না। এছাড়া নির্মাণ, পুননির্মাণ বা মেরামত স্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি বা ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণকারী কেমিক্যাল ছিটাতে হবে।

এসব নিয়ম না মানলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ড হতে পারে বলে বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে,

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ রাজিব চক্রবর্তী জানান, বায়ুদুষণের কারণে ফুসফুস জনিত রোগের সংখ্যা বেড়েছে, এ্যাজমা, হাপানি, এলার্জি সহ জটিল ও কঠিন রুগীর সংখ্যা বাড়ছে।

ঝিনাইদহে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ শহরে ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যুবলীগ নেতার মালিকানা রয়েছে দাবি করে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার এ হামলার ঘটনা ঘটার পরে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে শহরজুড়ে।

বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার আক্রোশের শিকার ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের মালিকানা বা ন্যূনতম কোনো শেয়ার নেই বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। এ নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন শহরের ব্যবসায়ীরা।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানান ব্যবসায়ী ও ক্ষতিগ্রস্থরা।

পোশাক প্রস্তুতকারী ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘বন্ড’ ক্লথিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান, ‘বন্ড’ একটি দেশীয় পোশাক তৈরি ও বিপণন ব্র্যান্ড। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে বন্ড তাদের আউটলেট পরিচালনা করছে। ঝিনাইদহ শহরের এইচএসএস সড়কের ‘সাবদার বিশ্বাস মার্কেট’র দুটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে ‘বন্ড’ তাদের আউটলেট চালু করেছে। তিন বছর যাবত একই মার্কেটে (ভাড়াকৃত) ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। ওই ভবনের একক মালিকানা নেই যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের। পৈত্রিক

সূত্রে ওই ভবনের মালিক চারজন। তাদের মধ্যে আশফাক মাহমুদ জন একজন। তবে তিনি ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এর কোনো মালিক বা শেয়ার হোল্ডার না।

সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়, যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জন ভবনের যৌথ মালিকদের একজন। কিন্তু তিনি ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’র সঙ্গে কোনো ভাবেই সম্পৃক্ত নেই। কিন্তু একটি মহল বারবার ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এ যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের মালিকানা রয়েছে, এমন গুজব ছড়িয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিতে হামলা চালিয়েছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় আড়াই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা দোকান মালিক সমিতির সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, শহিদুল ইসলাম মিঠু, ‘বন্ড’ ক্লথিং হাউসের জিএম এএমএম মনিরুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, ভবন মালিক জাহিদ হোসেন বিপ্লব, রবিউল ইসলাম রবি। এসময় ক্ষতিগ্রস্থ দেশীয় পোশাক প্রস্তুতকারী ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘বন্ড’ ক্লথিং হাউস সহ শহরের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা ৩টার দিকে শহরের এইচএসএস সড়কের ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এ হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা। এসময় প্রতিষ্ঠানটিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিজের একটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কোন পেশীশক্তি নির্বাচন বিঘ্নিত করতে পারবে না

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পেশীশক্তি মোকাবেলা ও কোন অপশক্তি যাতে নির্বাচন বিঘ্নিত না করতে পারে সে ব্যাপারে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ শহরের চাকলাপাড়াস্থ সার্কিট হাউস এলাকায় পরিবেশ বান্ধব ফলের বাগান ও সৌন্দর্য্যবর্ধন প্রকল্প উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

বিভাগীয় কমিশনার আরো বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহনযোগ্য, সুষ্ঠ, অবাধ ও শান্তিপুর্ণ করতে সম্ভব সব কিছু সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের আইনকানুন ও প্রণীত নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

এ সময় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবু সায়েদ মোঃ মনজুর আলম, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজ আফজাল, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবীসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেন, ঝিনাইদহের মানুষ বেশি আবেগপ্রবণ। তবে তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি আশা করেন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সফল করতে জেলার মানুষ শতস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসবেন।

ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ, ভাংচুর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর পরই ঝিনাইদহে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র জনতা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা আওয়ামী লীগের তিন নেতার বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নীসংযোগ চালিয়েছে।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর হোসেন শহীদ সোহরায়ার্দী সড়কের জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জনের ভাড়া দেওয়া প্রতিষ্ঠান বন্ড শোরুম ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ চালায়। এসময় শহরের পায়রা চত্বরে বেশ কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর চালায় ও মালিককে মারধর করে বিক্ষুদ্ধরা। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন্ড শোরুমের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে জেলা শহরের হামদহ এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কনক কাান্তি দাসের বাড়ি, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মাসুমের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিানে ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাবেক এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকীর বাসায় হামলা ও ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধরা। এছাড়া কনক কান্তি দাসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটায়।

কনক কান্তি দাসের ভাই গোপাল কৃষ্ণ দাস জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করতে থাকে বিক্ষুব্ধ শতাধিক লোকজন। এক পর্যায়ে তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে আসবাবপত্রসহ মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। এ সময় তারা আসবাবপত্র বের করে বাড়ির সামনে অগ্নিসংযোগ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে গোপাল কৃষ্ণ দাস পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এর কিছুক্ষণ পরেই জেলা শহরের নতুন হাটখোলা সড়কের পাশে ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা।

ঝিনাইদহে মাদকমুক্ত ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে ক্রিকেট

টুর্নামেন্টে’র উদ্বোধন

মাদকমুক্ত ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটী ইউনিয়নে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকালে বদরগঞ্জ কলেজ মাঠে এই ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ সরকারী নরুন্নেহার মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুষেন্দু ভৌমিক।

সাধুহাটী তারুণ্যের অগ্রযাত্রার প্রধান উপদেষ্টা সাকিব মোহাম্মদ আল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল ও বদরগঞ্জ বাকী বিল্লাহ (রহঃ) কামেল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা রুহুল আমীন অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সাবেক অধ্যক্ষ সুষেন্দু ভৌমিক বলেন, এখানে শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করতে সমবেত হইনি। আমরা একত্রিত হয়েছি একটি মহান অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে। এই টুর্নামেন্টের মূল লক্ষ্য হলো: মাদক মুক্ত ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ।

মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের, বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। এটি কেবল একটি ব্যক্তিকে নয়, একটি পরিবারকে, একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। মাদক আমাদের সম্ভাবনাময় তরুণদের স্বপ্নগুলোকে কেড়ে নেয়।

কিন্তু, আমরা জানি, খেলাধুলার শক্তি মাদকের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। খেলাধুলা তরুণদের মনে সাহস, শৃঙ্খলা এবং ইতিবাচকতা সৃষ্টি করে। যখন একটি ছেলে বা মেয়ে খেলার মাঠে ঘাম ঝরায়, তখন তার মনে মাদকের অন্ধকার বাসা বাঁধতে পারে না।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল বলেন, ক্রিকেট শুধু একটি খেলা নয়; এটি দলগত ঐক্যের, শৃঙ্খলাবোধের এবং প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধার এক অনন্য পাঠশালা। এই টুর্নামেন্টের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বল ও প্রতিটি রান আমাদের তরুণদের নিয়মানুবর্তিতা ও সময়জ্ঞান যা তাদের জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে শেখাবে।

বদরগঞ্জ বাকী বিল্লাহ (রহঃ) কামেল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা রুহুল আমীন বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, খেলাধুলার এই আলোকরশ্মি তরুণদের

মন থেকে মাদকের অন্ধকারকে দূর করবে এবং তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। উদ্বোধনী খেলায় রাঙ্গিয়ারপোতা ও এনায়েতপুর ক্রিকেট টিম অংশ গ্রহন করে।

ঝিনাইদহে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

তীব্র এই শীতে সমাজের নিম্নআয়ের মানুষকে একটু উষ্ণতা দিতে ঝিনাইদহে ’শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে শহরের চুয়াডাঙ্গা স্ট্যান্ড এলাকায় হোটেল শ্রমিকদের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত হোটেলের শ্রমিকদের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

সেসময় হোটেল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জহির উদ্দিন, সহ-সভাপতি বাবলু মিয়াসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। শীতে কম্বল পেয়ে অসহায় হতদরিদ্র মানুষেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

নানা আয়োজনে কোটচাঁদপুরে মহান বিজয় দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। দিনটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়

ব্যাপক প্রস্তুতি।

মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের শুভ সূচনা করা হয়। এরপর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবস্থিত উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সকাল ৮টায় কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিনের মূল কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এনামুল হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুউজ্জামান এবং উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এরপর পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস, স্কাউটস, গার্লস গাইড এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এনামুল হাসান।

দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এসময় বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য তুলে ধরে নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিক ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

দিনের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল হাসপাতাল ও এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে কোটচাঁদপুর শহরকে বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসবের আমেজ তৈরি করেছে।